03 SEP 2016

প্রথম আলো

২১ কলেজের ২০টিতেই অধ্যক্ষ নেই, কমছে পাসের হার

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত ২১ কলেজের মধ্যে ২০টিতেই অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সাত বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে চলছে নয়টি কলেজ। চারটি কলেজে পাঁচ বছর ধরে অধ্যক্ষ নেই। বাকি কলেজগুলোর কোনোটি এক বছর, কোনোটি তিন বছর অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে। অভিভাবক প্রতিনিধিরা বলছেন, অধ্যক্ষ না থাকায় কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে।

সাত বছরের ব্যবধানে সিটি করপোরেশন পরিচালিত কলেজগুলোতে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে ১৪ দশমিক ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কলেজগুলোতে পাসের হার কমেছে বলে জানান সিটি করপোরেশনের শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেন, অধ্যক্ষ না থাকার পাশাপাশি কলেজগুলোতে অন্তত এক শ শিক্ষকের সংকট রয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত কলেজ

> “সর্বোচ্চ ছয় মাস ভারপ্রাপ্ত থাকা যায়। কিন্তু বছরের পর বছর যদি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে হতাশা নেমে আসে
>
> **মোহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী**
> ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন কমার্স কলেজ

২০১০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় করপোরেশন পরিচালিত কলেজগুলো থেকে ২ হাজার ৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। পাস করেন ১ হাজার ৮৪৪ জন। পাসের হার ছিল ৮৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ। চলতি বছর ৬ হাজার ৩৮২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। পাস করেন ৪ হাজার ৭৩৪ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ১৮ শতাংশ।

কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে নতুন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানান পোস্তারপাড় আসমা খাতুন সিটি করপোরেশন কলেজ পরিচালনা পরিষদের অভিভাবক সদস্য সেকান্দর মিয়া। তিনি বলেন, কলেজগুলোতে পাসের হার কমার বিষয়টিও মেয়রকে জানানো হয়েছে।

অধ্যক্ষ না থাকাসহ শিক্ষক-সংকটের কারণে করপোরেশন পরিচালিত কলেজগুলোতে শিক্ষার মান কমে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোশেনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা নাজিয়া শিরিন। তিনি বলেন, করপোরেশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই নীতিমালা প্রণয়নের পর অধ্যক্ষ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

২১ কলেজের ২০টিতেই অধ্যক্ষ নেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

সিটি করপোরেশনের শিক্ষা বিভাগ জানায়, ২১টি কলেজে ১৭ হাজার ২৪২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি কলেজে স্নাতক (পাস) ও দুটিতে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু আছে। এসব কলেজে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন ৪২৩ জন। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষাবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় কলেজগুলোর শূন্য পদে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এখনো এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর আমলে করপোরেশন পরিচালিত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতেন সরকারি কলেজ থেকে প্রেষণে (ডেপুটেশনে) আসা শিক্ষকেরা। এ ছাড়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও অধ্যক্ষ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হতো। ২০১০ সালের জুন মাসে মোহাম্মদ মনজুর আলম মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর অধ্যক্ষ নিয়োগের এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ২০১১ সালের শুরুর দিকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার পরে প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক সুমন বড়ুয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, একজন নিয়মিত অধ্যক্ষ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যেভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সে ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন না। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মানে প্রভাব পড়ে। সিটি করপোরেশন পরিচালিত কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়ার জন্য শিক্ষা বোর্ড থেকে বারবার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, ২০১৫ সাল পর্যন্ত করপোশেন পরিচালিত কলেজ ছিল ১৯টি। গত ২ মে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পাথরঘাটা মহিলা মহাবিদ্যালয় সিটি করপোরেশন অধিগ্রহণ করে। এখন করপোরেশন পরিচালিত ২১টি কলেজের মধ্যে কেবল পাথরঘাটা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ রয়েছেন।

সিটি করপোরেশন পরিচালিত কলেজের তিনজন শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, একজন শিক্ষককে দুটি কিংবা তিনটি কলেজেও ক্লাস নিতে হয়। সরাইপাড়া সিটি করপোরেশন কলেজের মানবিক শাখার প্রথম বর্ষের ছাত্র সাফায়েত মোল্লা *প্রথম আলো*কে বলে, ‘আমাদের কলেজে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে শিক্ষক নেই। অন্য বিষয়ের একজন শিক্ষক এ বিষয়ে ক্লাস নেন।’

অধ্যক্ষ না থাকায় কী সমস্যা হচ্ছে, জানতে চাইলে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন কমার্স কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘সর্বোচ্চ ছয় মাস ভারপ্রাপ্ত থাকা যায়। কিন্তু বছরের পর বছর যদি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে হতাশা নেমে আসে। এ ছাড়া অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতেও ভয় হয়। আবার সহকর্মীরাও মাঝেমধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মানতে চান না।’